ফারুকে আযম رضي الله عنه 'র ইশকে রাসূল صلى الله عليه وسلم

26-June-2025

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

ফারূকে আযমের ইশকে রাসূল

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

Contents

দরূদ শরীফের ফযীলত 3
বয়ান শোনার নিয়্যত 4
ফারুকে আযমের প্রিয় নবী হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মনতুষ্টি! 5
ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর পরিচিতি 8
সকল কিছুর চেয়ে প্রিয় 10
ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ভালবাসাপূর্ণ ভক্তি 12
ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর রাসূলের আনুগত্য 16
বড় হয়ে যাওয়া জামার আস্তিন ছুরি দ্বারা কেটে নিলেন 16
হাসানাঈন করীমাঈন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا কে নিজের সন্তানের উপর প্রাধান্য দিলেন 18
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন সম্পর্কে মাদানী ফুল! 20
ঘোষণা 21
দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া 22
(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ: 22
(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা: 22
(৩) রহমতের ৭০টি দরজা: 22
(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব: 23
(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ: 23
(৬) দরূদে শাফায়াত: 23
(১) এক হাজার দিনের নেকী 24
(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো: 24
কৃতজ্ঞতা সম্পর্কে অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব 25
☆ অযুর পরের দোয়া 26
সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি 26
দৈনিক ৫৬টি নেক আমল: 27
কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী 29
সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল 29
মাসিক ৪টি নেক আমল 30
বার্ষিক ৩টি নেক আমল 30
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া 30

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। "ফতোওয়ায়ে শামী"তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

আমীরুল মুমিনিন হযরত ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন:

اِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوْفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتّٰى تُصَلِّيَ عَلٰى نَبِيِّكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ

অর্থাৎ নিশ্চয় দোয়া আসমান এবং জমিনের মাঝখানে ঝুলে থাকে এবং এর চেয়ে কোন কিছুই উপরের দিকে যায় না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করে নিবে না। **(তিরমীযি, কিতাবুল বিতর, ২/২৮, হাদীস ৪৮৬)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সকল সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان নিজ নিজ অবস্থানে অতুলনীয় ও অদ্বিতীয়, সবাই হেদায়াতের আকাশের নক্ষত্র এবং আল্লাহ পাক ও তাঁর হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয়, কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ অপরের উপর ফযীলত প্রাপ্ত এবং সকল সাহাবীদের মধ্যে উত্তম হচ্ছেন খোলাফায়ে

রাশেদিন عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এই খলিফাদের মধ্যে দ্বিতীয় খলিফা আমিরুল মুমিনিন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ পহেলা মুহাররম তাঁর শাহাদত দিবস। আসুন! এপ্রসঙ্গে তাঁর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক "ইশকে রাসূল" সম্পর্কে শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করবো।

ফারুকে আযমের প্রিয় নবী হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মনতুষ্টি!

হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন: একবার রাসূলে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বিষন্ন অবস্থায় তাঁর মেহমান খানায় অবস্থান করছিলেন। আমি হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর গোলামের নিকট এলাম এবং বললাম: "রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট আমার প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করো।" সে ফিরে এসে বললো: "আমি রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে আপনার কথা তো বলেছি, কিন্তু হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কোন উত্তর প্রদান করেননি।" কিছুক্ষণ পর আমি আবার বললাম: "নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট আমার উপস্থিতির অনুমতি প্রার্থনা করো।" সে গেলো এবং ফিরে এসে আবারো বললো: "আমি রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে আপনার কথা বলেছি, কিন্তু রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কোন উত্তর দেননি।" আমি কিছু না বলে ফিরে যাচ্ছিলাম, তখন গোলাম ডাক দিয়ে বললো: "আপনি ভেতরে আসুন! অনুমতি পাওয়া গেছে।" সুতরাং আমি ভেতরে গিয়ে হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে সালাম পেশ করলাম। তিনি একটি চাটাইয়ে টেক লাগিয়ে বসা ছিলেন, যার চিহ্ন তাঁর বাহুতে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিলো, অতঃপর আমি দাঁড়িয়ে রাসূলূল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মনতুষ্টির জন্য আরয করলাম: اَسْتَاْنِسُ یَا رَسُوْلَ اللّٰہ অর্থাৎ ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমি আপনার সাথে কথা

বলে আপনাকে আনন্দ দিতে চাই। আমরা কোরাইশরা যখন মক্কা মুকাররমায় ছিলাম তখন নিজেদের স্ত্রীদের উপর প্রাধান্য লাভ করতাম এবং এখানে মদীনা মুনাওয়ারায় এসে আমরা এমন জাতির সাক্ষাত করলাম, যাদের উপর স্ত্রীরা প্রাধান্য লাভ করে।” একথা শুনে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুচকি হাসলেন। অতঃপর আমি বললাম: “ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি হাফসা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর কাছে গেলাম এবং তাঁকে বললাম: আপনি আপনার সাথীর (অর্থাৎ হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا) প্রতি কখনো ঈর্ষা করবেন না। কেননা তিনি আপনার চেয়ে বেশি সুন্দর এবং শাহানশাহে মদীনা, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পছন্দনীয় সহধর্মিনী।” একথা শুনে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পূনরায় মুচকি হেঁসে দিলেন। **(বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, ৩য় খন্ড, ৪৬০ পৃষ্ঠা, হাদীস ৫১৯১)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা দ্বারা অনুমান করুন যে, ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর এটাও পছন্দ হতো না যে, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোন কষ্ট বা বিষন্নতায় লিপ্ত থাকুন, তাইতো তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ প্রিয় আক্বা, হাবীবে কিবরিয়া صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আনন্দ দিতে চাইলেন এবং অবশেষে তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তাঁর উদ্দেশ্য সফলও হয়ে গেলেন আর রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর কথায় মুচকি হেঁসে দিলেন। একটু চিন্তা করুন তো! একদিকে সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এই অবস্থা যে, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে চিন্তিত দেখে উদাস হয়ে যেতেন এবং তাঁর মনোতুষ্টির জন্য বিভিন্ন চেষ্টা করতেন আর একদিকে আমরা যে, রাতদিন গুনাহে লিপ্ত থেকে নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় সত্ত্বাকে কষ্ট দিই কিন্তু আমাদের এর এতটুকু অনুভূতি হয়না। মনে রাখবেন! এই

বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, আজও হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর উম্মতদের সকল অবস্থা দেখছেন।

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমার জীবন তোমাদের জন্য উত্তম, তোমরা আমার সাথে কথা বলো এবং আমি তোমাদের সাথে কথা বলি। আর আমার ওফাতও তোমাদের জন্য উত্তম তোমাদের আমল আমার নিকট উপস্থাপন করা হবে, যখন আমি কোন কল্যাণ দেখবো, তখন আল্লাহ পাক এর প্রশংসা করবো, আর যখন মন্দ কিছু দেখবো, তোমাদের ক্ষমার জন্য দোয়া করবো। **(মুসনাদে বাযযার, ৫/৩০৮-৩০৯, হাদীস ১৯২৫)**

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর প্রত্যেক উম্মত এবং তাদের প্রত্যেক আমল সম্পর্কে অবগত। হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দৃষ্টি অন্ধকার বা আলো, গোপন বা প্রকাশ্য, বর্তমান বা অবর্তমান সকল বিষয়ই দেখে নেন। যার চোখে مَرْزَاغ এর সুরমা থাকে, তাঁর দৃষ্টি আমাদের স্বপ্ন ও ভাবনা থেকেও বেশি প্রখর, আমরা স্বপ্নে ও ভাবনায় সকল কিছুকেই দেখে নিই, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দৃষ্টি দিয়ে সকল কিছু পর্যবেক্ষণ করে নেন। সুফীগণ (رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام) বলেন: এখানে আমল দ্বারা অন্তরের আমলও অন্তর্ভূক্ত, সুতরাং হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের অন্তরের সকল অবস্থা সম্পর্কে অবগত। **(মিরআত, ১ম খন্ড, ৪৩৯ পৃষ্ঠা)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর উম্মতের সকল অবস্থা সম্পর্কে অবগত, তিনি আমাদের নেক আমল দেখে আনন্দিত এবং মন্দ আমল দেখে ব্যথিতও হবেন। সুতরাং আমাদের

উচিৎ, আল্লাহ পাক এবং তাঁর প্রিয় রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য অধিকহারে নেক আমল করা, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় সত্ত্বার প্রতি অধিকহারে দরূদ ও সালামের পুষ্পগুচ্ছ প্রেরণ করা, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের উপর আমল করা এবং অপরকেও শেখানো যেনো নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খুশি হয়ে কিয়ামতের দিন তাঁর গুনাহগার উম্মতদের শাফায়াত করে জান্নাতে আমাদেরও তাঁর সাথে নিয়ে যান।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর পরিচিতি

দ্বিতীয় খলিফা, জা'নশিনে পায়গম্বর, হযরত ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর কুনিয়ত অর্থাৎ উপনাম হলো "আবু হাফস" আর উপাধি "ফারুকে আযম"। এক বর্ণনায় রয়েছে; তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ৩৯ জন পুরুষের পর, নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দোয়ায় নবুয়ত প্রকাশের ৬ষ্ঠ বর্ষে ঈমান আনয়ন করেন, তাই তাঁকে "مُتَمِّمُ الْاَرْبَعِين অর্থাৎ ৪০ এর সংখ্যা পূর্ণকারী" বলা হয়। তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ইসলাম গ্রহণ করাতে মুসলমানরা সীমাহীন খুশি হয়েছিলো এবং তারা অনেক বড় একজন সাহায্যকারী পেয়ে গেলেন, এমনকি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুসলমানদের সাথে মিলে পবিত্র হেরেমে প্রকাশ্যে নামায আদায় করেন। তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ইসলামী যুদ্ধে মুজাহিদের মতো শান নিয়ে অংশগ্রহণ করেন এবং সকল ঘনিষ্টজনদের মধ্যে রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উজীর ও পরামর্শদাতা হিসেবে বিশ্বস্ত ও সাথী ছিলেন। প্রথম খলিফা, আমিরুল

মুমিনিন হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর পরে হযরত ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে খলিফা হিসেবে মনোনিত করেন, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ খেলাফতের মসনদে সমাসীন হয়ে প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর যোগ্য উত্তরসূরীর সকল দায়িত্ব খুবই সুন্দরভাবে পালন করেন।

অবশেষে ফজরের নামাযে এক দূর্ভাগা তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে চুরি দ্বারা আঘাত করে এবং তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এই আঘাত সহ্য করতে না পেরে তৃতীয়দিন শাহাদতের সৌভাগ্য অর্জন করেন। ওফাতের সময় তাঁর বয়স ছিলো ৬৩ বছর। হযরত সুহাইব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর জানাযার নামায পড়ান এবং অমূল্য রত্ন, ফয়যানে নবুয়তের ফয়েযপ্রাপ্ত, প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খলিফা হযরত ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ রওযা মুবারকের ভেতরে আমিরুল মুমিনিন হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর নূরানী পাশ মুবারকে সমাহিত হন, যিনি প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পার্শ্ব মুবারকে আরাম করছেন। **(আর রিয়াযুন নাদ্বিরা ফি মানাকিবিল আশরাতি, ১ম খন্ড, ২৮৫, ৪০৮, ৪১৮ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পিতামাতা, ভাইবোন, সন্তান সন্ততি এবং ধন ও সম্পদের প্রতি ভালবাসা মানুষের স্বভাবতই হয়ে থাকে। যদি কোন ব্যক্তি নিজের পরিবার পরিজন এবং আত্মীয় স্বজনকে ভূলে তাদের ভালাবাসাকে অন্তর থেকে বের করেও দেয় তবু তার ঈমানে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে না এবং তার ঈমান স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে বহাল থাকবে, কেননা এই লোকদের মানা, অন্তরে তাদের ভালবাসা রাখা, ঈমানের জন্য আবশ্যক নয় অথচ রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি ঈমান আনয়ন করা, তাঁকে

সম্মান করা, তাঁর প্রতি ভালবাসা পোষণ করা ঈমানের জন্য جُزْ وِلَايَنْفَک (অর্থাৎ ঐ অংশ যা পৃথক করা যায় না)। সুতরাং পরিপূর্ণ মুমিনের জন্য আবশ্যক যে, সকল আত্মীয় এবং জগতের সকল কিছুর চেয়ে বেশি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্ত্বাই প্রিয় হওয়া।

সকল কিছুর চেয়ে প্রিয়

বুখারী শরীফের ৬৬৩২ নং হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: হযরত আব্দুল্লাহ বিন হিশাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, আমরা রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পাশে বসে ছিলাম। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমিরুল মুমিনিন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর হাত তাঁর হাতে ধরে রেখেছিলেন। ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আরয করলেন: "لَاَنْتَ اَحَبُّ اِلَیَّ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ اِلَّا مِنْ نَفْسِي" অর্থাৎ ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি আমার নিকট আমার প্রাণ ছাড়া সকল কিছুর চেয়েও বেশি প্রিয়।" রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهٖ حَتّٰی اَکُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ" না ওমর! ঐ দয়ালু প্রতিপালকেরর শপথ! যাঁর কুদরতের অধীন আমার প্রাণ! (তোমার ভালবাসা ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ হবেনা) যতক্ষন পর্যন্ত আমি তোমার নিকট তোমার প্রাণের চেয়েও বেশি প্রিয় হবো না।" ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আরয করলেন: "وَاللهِ لَاَنْتَ اَحَبُّ اِلَیَّ مِنْ نَفْسِي" অর্থাৎ ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আল্লাহ পাকের শপথ! আপনি আমার নিকট আমার প্রাণের চেয়েও বেশি প্রিয়।" একথা শুনে নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "الْاٰنَ یَا عُمَرُ" অর্থাৎ হে ওমর! এবার (তোমার ভালবাসা পরিপূর্ণ হয়ে গেলো।)"

(বুখারী, কিতাবুল ঈমান ওয়ান নুযুর, ৪র্থ খন্ড, ২৮৩ পৃষ্ঠা, হাদীস ৬৬৩২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই আদেশ শুধুমাত্র ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর জন্যই নয় বরং কিয়ামত পর্যন্ত আগত প্রত্যেক মুসলমানের জন্যই, কেননা নবীর ভালবাসা হলো ঐ বিষয়, যা ছাড়া আমাদের ঈমান পরিপূর্ণই হতে পারে না। প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: لَایُؤۡمِنُ اَحَدُکُمۡ حَتّٰی اَکُوۡنَ اَحَبَّ اِلَیۡہِ مِنۡ وَّالِدِہٖ وَوَلَدِہٖ وَالنَّاسِ اَجۡمَعِیۡن অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিই ততক্ষণ পর্যন্ত (পরিপূর্ণ) মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার নিকট তার পিতামাতা, সন্তান সন্ততি এবং সকল লোকের চেয়ে বেশি প্রিয় হবো না।” **(সহীহ বুখারী, কিতাবুল ঈমান, বাবু হুব্বির রাসূলে মিনাল ঈমান, হাদীস ১৫, ১/১৭)** নিশ্চয়! একজন মুসলমানের প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে এমনই ভালবাসা উচিৎ, কেননা এটাই তার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমিরুল মুমিনিন হযরত ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ইশকে রাসূলের কথা কি আর বলবো! যখন তাঁর হুযুরে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে স্মরণ আসতো তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অস্থির হয়ে যেতেন এবং মাহবুবের বিচ্ছেদে কান্নাকাটি করতেন।

তাঁর গোলাম হযরত আসলাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: যখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আলোচনা করতেন তখন ইশকে রাসূলে ব্যাকুল হয়ে কান্না করতে থাকতেন এবং বলতেন: “প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তো মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দয়ালু, এতিমের জন্য পিতা স্বরূপ এবং মানুষের মধ্যে মনের দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশি বাহাদুর ছিলেন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চেহারা বিশিষ্ট,

সুবাসিত সুগন্ধি সমৃদ্ধ এবং বংশীয় দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত ছিলেন, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের মাঝে তাঁর মতো আর কেউ নেই।”

(জামউল জাওয়ামে, ১০ম খন্ড, ১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস ৩৩)

ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ভালবাসাপূর্ণ ভক্তি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাদের আক্বা ও মাওলা, আমরা সবাই তাঁর নগন্য গোলাম এবং গোলাম যতই উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছে যাক না কেন কিন্তু মুনিবের ভালবাসা এবং তাঁর ভক্তি সর্বদা তার অন্তরে প্রতিষ্ঠিত থাকে, সে তাঁর উপকার সমূহ কখনো ভূলে যায় না, প্রত্যেকের সামনে গর্বের সহিত তার মুনিবের প্রশংসা করে এবং তাঁর গোলাম হওয়াতে খুশি অনুভব করে। হযরত ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ও একজন সত্যিকার আশিকে রাসূল, নিশ্চিত জান্নাতি এবং সাহাবায়ে কিরামের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان মধ্যে উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত সাহাবীয়ে রাসূল ও তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খাদিম ও গোলাম হওয়াতে গর্ববোধ করতেন।

হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়াব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, আমিরুল মুমিনিন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ যখন খেলাফতের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হন, তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেন: “كُنۡتُ مَعَ رَسُوۡلِ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَسَلَّمَ فَكُنۡتُ عَبۡدَہٗ وَخَادِمَہٗ অর্থাৎ আমি রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বরকতময় সহচর্য থেকে ফয়েয প্রাপ্ত হয়েছি, ব্যস আমি রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর গোলাম এবং খাদিম ছিলাম।”

(মুস্তাদরাক হাকেম, কিতাবুল ইলম, ১ম খন্ড, ৩৩২ পৃষ্ঠা, হাদীস ৪৪৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর রাসূলের গোলামীর দাবী শুধু মুখের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো না, বরং তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আসলেই সত্যিকার গোলাম ছিলেন, সারা জীবন তাঁর সুন্নাতের উপর আমল করে অতিবাহিত করেছেন। কিন্তু আফসোস! শত কোটি আফসোস! আমরা রাসূলের গোলামীর দাবী করি এবং এমনভাবে দাবী করতে দেখা যায়।

কিন্তু আমাদের আচার আচরন এর বিপরীত দেখা যায়। মনে রাখবেন! রাসূলের ভালবাসা শুধু এই বিষয়ের নাম নয় যে, ইজতিমায়ে যিকির ও নাত এবং জুলুসে মিলাদে উচ্চ স্বরে হেলে দুলে নাত শরীফ পড়বে, হাত উঠিয়ে জোরে জোরে শ্লোগান দিবে অতঃপর সারা রাত জেগে থাকার পর ফজরের নামায না পড়েই ঘুমিয়ে যাবে, সাধারণ দিনগুলোতেও পাঁচ ওয়াক্ত নামায এমনকি জুমার নামাযও পড়বে না, হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রিয় সুন্নাত দাড়ি শরীফ মুন্ডন করবে বা এক মুষ্টি থেকে ছোট করবে, সুন্নাতকে ছেড়ে নিত্য নতুন ফ্যাশনের পোষাক পরিধান করবে, উত্তম চরিত্র অবলম্বন করার পরিবর্তে অসৎ চরিত্র এবং অন্যান্য অপকর্মও ছাড়তে না পরলে তবে এমন ভালবাসা পরিপূর্ণ কিভাবে হবে? আসল ভালবাসা তো এই বিষয়ের দাবীদার যে, হক সমূহ আদায়ে রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে উচ্চ মানা, তা এভাবে যে, আমরা তাঁর নিয়ে আসা দ্বীনকে স্বীকার করা, তাঁর সম্মান ও আদব করা এবং প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রত্যেক বস্তু অর্থাৎ নিজ, নিজের সন্তান, পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন এবং নিজের ধন-সম্পদের চেয়ে হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেয়া। **(আশিয়্যাতুল লুমআত, ১ম খন্ড, কিতাবুল ঈমান, ১ম অধ্যায়, ৫০ পৃষ্ঠা)** এবং যে সকল কাজ

হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিষেধ করেছেন, তা থেকে বাঁচার চেষ্টাও করতে থাকা, যদি মানবীয় কারণে গুনাহ হয়েও যায় তবে আল্লাহ পাকের রহমতে ক্ষমা পাওয়ার এবং কিয়ামতের দিন হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফায়াত পাওয়ার আশা রেখে সত্যিকার তাওবা করা আর ভবিষ্যতে এই গুনাহের দিকে যাওয়ার খেয়ালও নিজের অন্তরে না রাখা। আসুন! এই বিষয়ে সত্য অন্তরে নিয়্যত করি যে, আজকের পর আমাদের কোন নামায কাযা হবে না اِنْ شَآءَ الله ...বরং আজ পর্যন্ত যত নামায কাযা হয়েছে, তাওবা করে তা আদায়ও করবো اِنْ شَآءَ الله ...মিথ্যা, গীবত, চুগলী, ওয়াদা খেলাফী, ধোঁকাবাজি ইত্যাদি গুনাহ থেকে বাঁচতে থাকবো اِنْ شَآءَ الله ...ফ্যাশনকে ছেড়ে সুন্নাতকে আপন করে নিবো اِنْ شَآءَ الله ...সিনেমা নাটক এবং গান বাজনা ছেড়ে শুধুমাত্র মাদানী চ্যানেল দেখবো اِنْ شَآءَ الله।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পরিপূর্ণ ভালবাসার নিদর্শন সমূহের মধ্যে একটি এটাও যে, ভালবাসা পোষণ কারীর তার প্রেমিকের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিটি জিনিষই প্রিয় হবে। আমিরুল মুমিনিন হযরত ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর রাসূলের ভালবাসার কথা কি আর বলবো! ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্ত্বাকেই ভালবাসতেন না বরং তাঁর সন্তান, বিবিগণ, সাহাবী বরং ঐ সকল বস্তু যার সাথে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় সত্ত্বার সাথে সম্পর্ক তৈরী হয়ে যেতো তাকেও খুবই ভক্তি ও ভালবাসা পোষণ করতেন আর এটাই সত্যিকার ভালবাসার চাহিদার অন্যতম। আমিরুল মুমিনিন হযরত ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর পবিত্র জীবনের অসংখ্য ঘটনা এমন

রয়েছে, যা দ্বারা এই সত্যিকার ভালবাসা ও প্রেমের বহিঃপ্রকাশ হয়, আসুন! এর মধ্য থেকে কয়েকটি ঘটনা শ্রবন করি।

আল্লাহ পাক ৩০ পারার সূরা বালাদের প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে ইরশাদ করেন:

لَاۤ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِۙ(۱) وَ اَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِۙ(۲)

(পারা ৩০, সূরা বালাদ, আয়াত ১ ও ২)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আমায় এ শহরের শপথ, যেহেতু হে মাহবুব! আপনি এ শহরে তাশরীফ রাখছেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুফাসসীরগণ এই বিষয়ে একমত যে, এই আয়াতে করীমায় আল্লাহ পাক যে শহরের শপথ করছেন, তা হলো মক্কা মুকাররমা। এই আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করে আমিরুল মুমিনিন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে এভাবে আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গিত হোক! আপনার ফযীলত আল্লাহ পাকের দরবারে এতই উচ্চ যে, আপনার মুবারক জীবনেরই আল্লাহ পাক শপথ করছেন, অন্য কোন আম্বিয়ার নয় এবং আপনার মর্যাদা তাঁর নিকট এতই উচ্চ ও মহান যে, তিনি لَاۤ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ এর মাধ্যমে আপনার মুবারক পদধুলির শপথ উল্লেখ করছেন।”

(শরহে যুরকানি আলাল মাওয়াহিব, ৮ম খন্ড, ৪৯৩ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত রেওয়ায়াত দ্বারা জানা গেলো, আমিরুল মুমিনিন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মক্কা মুকাররমাকে এই জন্য ভালবাসতেন যে, তাঁর প্রিয় আক্বা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এই শহরেই

অবস্থান করছেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মদীনা মুনাওয়ারা কেও এমনই ভালবাসেন, তাঁর মদীনা মুনাওয়ারার প্রতি ভালবাসা এই বিষয় দ্বারাও প্রকাশ পায় যে, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মদীনা মুনাওয়ারায় ওফাতের দোয়া করতেন। যেমনটি আল্লাহ পাকের দরবারে এভাবে আরয করতেন: اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبِيْلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُوْلِكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাকে তোমার পথে শাহাদত এবং তোমার মাহবুব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শহরে মৃত্যু দান করো। **(বুখারী, কিতাবু ফাযায়িলিল মদীনা, ১ম খন্ড, ৬২২ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৮৯০)** এবং তাঁর এই উভয় দোয়াই কবুল হয়েছে।

اٰمین بِجاہِ خاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর রাসূলের আনুগত্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি কেউ কাউকে ভালবাসার দাবী করে, তবে তাঁর মতো হোন, তাঁর আচরনকে আপন করে এবং তাঁর অনুসরনেই সারা জীবন অতিবাহিত করার চেষ্টা করে থাকে। আমিরুল মুমিনিন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ইশকে রাসুলের অনুমান এই বিষয়টি দ্বারাও করা যেতে পারে যে, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সকল ব্যাপারে প্রিয় আক্বা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অনুসরনই করতেন।

বড় হয়ে যাওয়া জামার আস্তিন ছুরি দ্বারা কেটে নিলেন

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, আমিরুল মুমিনিন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ যখন নতুন জামা পরিধান করলেন তখন ছুরি আনালেন এবং বললেন: “হে বৎস! এর লম্বা আস্তিন

ধরে টানো এবং যেখানে আমার আঙ্গুল রয়েছে এর সামনে থেকে কাপড় কেটে দাও।” আব্দুল্লাহ বিন ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বলেন: আমি তা কেটে তো দিলাম কিন্তু তা সোজা হলো না বরং উপরে নিচে হয়ে কাটলো। আমি আরয করলাম: “আব্বাজান! যদি কাঁচি দিয়ে কাটা হতো তবে ভাল হতো।” ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: “বৎস! তা এভাবেই রেখে দাও, কেননা আমি নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে এভাবেই কাটতে দেখেছি। তাই আমিও ছুরি দিয়ে আস্তিন কেটে দিলাম।” আমিরুল মুমিনিন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আস্তিন কাটার পর জামার অবস্থা এমন হলো যে, এর অনেক সুতা বের হয়ে তাঁর কদমে চুমু খেতে লাগলো।

(মুস্তাদরাক হাকেম, কিতাবুল লিবাস, ৫ম খন্ড, ২৭৫ পৃষ্ঠা, হাদীস ৭৪৯৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একটু ভাবুন তো! হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মুবারক সত্ত্বায় প্রিয় আক্বা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রেম এবং তাঁর সুন্নাতের উপর আমল করার প্রেরণা কিরূপ প্রবল ছিলো যে, প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অনুসরনে তিনিও ছুরি দিয়ে জামার আস্তিন কেটে নিলেন কিন্তু তা সুন্দর হয়নি, তবুও তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এই অবস্থাই জামাটি পরিধান করাতে কোন লজ্জা বোধ করেননি, এটি উচ্চ পর্যায়ের সুন্নাতে মুস্তফার অনুসরন ছিলো।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভালবাসার চাহিদা এটা নয় যে, যাকে ভালবাসা হবে, শুধুমাত্র তার সত্ত্বাতেই হারিয়ে গিয়ে নিজের ভালবাসাকে সীমাবদ্ধ করে রাখবে বরং ভালবাসা পোষণকারী তো নিজের প্রেমিকের

সাথে সম্পৃক্ত প্রতিটি বস্তুকেই ভালবাসে, তার পরিবার পরিজন, আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধু বান্ধবকেও ভালবাসে।

হাসানাঈন করীমাঈন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا কে নিজের সন্তানের উপর প্রাধান্য দিলেন

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, যখন খেলাফতে ফারুকীতে আল্লাহ পাক সাহাবায়ে কিরামের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان হাতে (কিসরার রাজধানী) মাদায়িন বিজয় দান করলেন এবং গনিমতের মাল মদীনা মুনাওয়ারায় এলো তখন আমিরুল মুমিনিন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মসজিদে নববীতে চাটাই বিছালেন এবং সমস্ত গনিমতের মাল এতে জমা করলেন। সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان মাল নেওয়ার জন্য জড়ো হয়ে গেলো। সর্ব প্রথম হযরত ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ দাঁড়ালেন এবং বললেন: “হে আমিরুল মুমিনিন! আল্লাহ পাক যা মুসলমানদেরকে সম্পদ দান করেছেন, তা থেকে আমার অংশ আমাকে দিয়ে দিন।” তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: আপনার জন্য বড়ই মর্যাদা এবং সম্মান।” সাথেসাথেই তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এক হাজার দিরহাম তাঁকে দিয়ে দেন। তিনি নিজের অংশ নিলেন এবং চলে গেলেন। এরপর হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ দাঁড়ালেন এবং নিজের অংশ চাইলেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: আপনার জন্য বড়ই মর্যাদা এবং সম্মান রয়েছে।” সাথেসাথেই তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এক হাজার দিরহাম তাঁকেও দিয়ে দেন। এরপর তাঁর সন্তান হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ দাঁড়ালেন এবং নিজের অংশ চাইলেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: তোমার জন্যও বড়ই মর্যাদা ও সম্মান। এবং সাথে তাঁকে পাঁচশত দিরহাম দিয়ে দেন। তিনি আরয করলেন: “হে আমিরুল মুমিনিন! আমি তখনও

হুযুরে পাকে صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে তলোয়ার নিয়ে আল্লাহ পাকের পথে যুদ্ধ করেছি যখন হাসান ও হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا অল্প বয়সি মাদানী মুন্না ছিলেন। এরপরও আপনি তাঁদের এক হাজার দিরহাম করে দিলেন আর আমাকে দিলেন পাঁচশত দিরহাম?” হযরত ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ একথা শুনার সাথেসাথেই আহলে বাইত رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِین এর ভালবাসার সাগরে ঢেউ খেলে গেলো এবং প্রেম ও ভালবাসা উদ্বেলিত হয়ে বললেন: জি হ্যাঁ অবশ্যই! (যদি তুমি চাও যে, আমি তোমাকেও তাঁদের সমান অংশ দিই তবে) যাও প্রথমে তুমি হাসানাঈন করীমাঈন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا এর পিতার মতো পিতা, তাঁদের মায়ের মতো মা, তাঁদের নানার মতো নানা, তাঁদের নানির মতো নানি, তাঁদের চাচার মতো চাচা এবং তাঁদের মামাদের মতো মামা এনে দাও এবং তুমি তা কখনো আনতে পারবে না। কেননা اَبُوْهُمَا فَعَلِيُّ الْمُرْتَضٰى তাঁদের পিতা আলিউল মুরতাদ্বা শেরে খোদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ। اُمُّهُمَا فَفَاطِمَةُ الزَّهْرَاء তাঁদের মা সায়্যিদা ফাতেমাতুয যাহারা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا। جَدُّهُمَا مُحَمَّدُنِ الْمُصْطَفٰى“ তাঁদের নানা মুহাম্মদে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। جَدَّتُهُمَا خَدِيْجَةُ الْكُبْرٰى তাঁদের নানি সায়্যিদা খাদিজাতুল কোবরা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا। عَمُّهُمَا جَعْفَرُ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ তাঁদের চাচা হযরত জাফর বিন আবু তালিব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ। خَالُهُمَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ তাঁদের মামা রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাহাজাদা হযরত ইব্রাহিম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ। خَالَتَاهُمَا رُقَيَّةُ وَاُمُّ كُلْثُوْمٍ اِبْنَتَا رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ এবং তাঁদের খালারা হলেন রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কন্যারা সায়্যিদা রুকাইয়া এবং সায়্যিদা উম্মে কুলসুম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا।” **(রিয়াযুন নাদ্বিরা, ১ম খন্ড, ৩৪০ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আপনারা আমিরুল মুমিনিন হযরত ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ন্যায় অন্যান্য সাহাবীয়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان দেরও ইশকে রাসূলের সুন্দর সুন্দর ঘটনাবলী পড়তে চান তবে মাকতাবাতুল মদীনার ইশকে রাসূলের সুধা পান করানোর অনেক সুন্দর একটি কিতাব "সাহাবায়ে কিরাম কা ইশকে রাসূল" অবশ্যই অধ্যয়ন করুন। এই কিতাবটি দাওয়াতে ইসলামীর ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকেও এই কিতাবটি পড়তে পারবেন, ডাউনলোড (Download) এবং প্রিন্ট আউট (Print Out)ও করতে পারবেন।

অনুরূপভাবে ইশকে রাসূল ও ইশকে সাহাবা ও আহলে বাইতকে মনের মাঝে আরো বৃদ্ধি করতে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন! اِنۡ شَآءَ اللّٰہ নেক আমলের অমূল্য সম্পদ অর্জিত হবে, গুনাহকে ঘৃণা করার মানসিকতা সৃষ্টি হবে এবং আমাদের আখিরাতও সজ্জিত হয়ে যাবে।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন সম্পর্কে মাদানী ফুল!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! কৃতজ্ঞতা সম্পর্কে কয়েকটি মাদানী ফুল শুনার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমে প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী লক্ষ্য করি: (১) আল্লাহ পাকের এই বিষয়টি পছন্দ যে, বান্দা প্রতিটি গ্রাস এবং প্রতিটি চুমুকে আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা আদায় করুক। **(মুসলিম, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ১১২২ পৃষ্ঠা, হাদীস ৬৯৩২)** (২) তোমাদের উচিৎ,

মুখকে যিকির দ্বারা এবং অন্তরকে কৃতজ্ঞতা দ্বারা সতেজ রাখা। **(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি মুহাব্বাতিল্লাহ, ১/৪১৯, হাদীস ৫৯০)** ✯ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচ্চ পর্যায়ের ইবাদত। **(শুকর কি ফাযায়িল, ১২ পৃষ্ঠা)** ✯ আল্লাহ পাকের নেয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা ওয়াজিব। **(খাযায়িনুল ইরফান, ২য় পারা, সূরা বাকারা, ১৭২ নং আয়াতের পাদটিকা)** ✯ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের তৌফিক একটি মহান সৌভাগ্য।

(শুকর কি ফাযায়িল, ১২ পৃষ্ঠা)

ঘোষণা

কৃতজ্ঞতা সম্পর্কেঅবশিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং সেই মাদানী ফুল সমূহ জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক**।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ২৬ জুন ২০২৫ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শেখা: ৫ মিনিট, (২) দোয়া শেখা: ৫ মিনিট,
(৩) পর্যালোচনা: ৫ মিনিট। মোট সময়কাল- ১৫ মিনিট।

কৃতজ্ঞতা সম্পর্কে অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব

✯ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করাতে নেয়ামতের নিরাপত্তা রয়েছে। **(শুকর কি ফাযায়িল, ১২ পৃষ্ঠা)** ✯ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা আল্লাহ ওয়ালাদের অভ্যাস। **(শুকর কি ফাযায়িল, ১২ পৃষ্ঠা)** ✯ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হলো আল্লাহ পাকের অবাধ্যতাকে ছেড়ে দেয়া। **(শুকর কি ফাযায়িল, ১২ পৃষ্ঠা)** ✯ নেয়ামত অর্জনে আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করাতের বান্দা আযাব থেকে নিরাপদ থাকে। **(সীরাতুল জিনান, ৪/৪০৬)** ✯ ইবাদত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা ব্যতিত পরিপূর্ণ হয় না। **(বায়যাবী, ১/৪৪৯, ২য় পারা, সূরা বাকারা, ১৭২ নং আয়াতের পাদটিকা)** ✯ হযরত আবু সুলাইমান ওয়াসতি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আল্লাহ পাকের নেয়ামতকে স্মরন করাতে অন্তরে তাঁর ভালবাসা সৃষ্টি হয়। **(তারিখে মদীনা ইবনে আসাকির, ৩৬/৩৩৪, হাদীস ৪১৩৩)** ✯ হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আল্লাহ পাকের নেয়ামতকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের মাধ্যমে সংরক্ষন করে নাও। **(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৫/৩৭৪, হাদীস ৭৪৫৫)** ✯ হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মনের কৃতজ্ঞতা হলো যে, নেয়ামতের পাশাপাশি কল্যাণ ও নেকীর ইচ্ছা পোষণ করা। ✯ মুখের কৃতজ্ঞতা হলো যে, এই নেয়ামতের জন্য আল্লাহ পাক হামদ ও সানা করা। ✯ অবশিষ্ট অঙ্গের কৃতজ্ঞতা হলো যে, আল্লাহ পাকের নেয়ামতকে আল্লাহ পাকের ইবাদতে ব্যয় করা এবং এই নেয়ামতকে আল্লাহ পাকের অবাধ্যতায় ব্যয় হওয়া

থেকে বাঁচিয়ে রাখা। ✯ চোখের কৃতজ্ঞতা হলো যে, কোন মুসলমানের দোষ দেখলে, তা গোপন করা। **(ইহইয়াউল উলুম, কিতাবুস সবর ওয়াশ শুকর, ৪/১০৩)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

✯ অযুর পরের দোয়া

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার তরবিয়্যতি হালকায় শিডিউল অনুযায়ী "**অযুর পরের দোয়া**" মুখস্ত করানো হবে। দোয়াটি হলো:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَمِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ۔

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমাকে অধিকহারে তাওবাকারী বানিয়ে দাও এবং আমাকে পবিত্র থাকাদের অন্তর্ভুক্ত করে দাও।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম।

(জামিউস সগীর লিস সুয়ূতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং-৫৮৯৭)

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে "ভালো ভালো নিয়্যত" করে নিই।

১. **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।
২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ পাকের** হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।

৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।

৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (**আল্লাহ** না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।

৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।

৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।

৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।

৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (৴) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত

দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কি পাঠ করেছি? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে কি উঁকি দিয়েছি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো

ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের পূর্বে কি بِسْمِ اللّٰه পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

✯ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ✯ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ✯ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২ মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া

হে **আল্লাহ!** যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد